R N No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৩২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে
সিমেন্টের জন্য
যোগাযোগ করুন
পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ডিলার
এস, কে, ব্রাদার্স
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৬শ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৯শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

রাজ্যব্যাপী বিড়ি শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলনের প্রস্তুতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : অল বেঙ্গল বিড়ি ওয়ারকারস এ্যাণ্ড এমপ্লয়ীজ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অচিন্ত্য সিংহ এক বিবৃতিতে বলেছেন, বিড়ি শ্রমিকের মজুরি পুনর্নির্ধারণ এবং লেবেল প্যাকার, চেকার, কেরাণী প্রভৃতি স্তরের কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরি আইনের আওতায় এনে তাঁদের জন্য মজুরি নির্ধারণের যে দাবি রাজ্য শ্রমমন্ত্রী মেনে নিয়েছেন এবং যেগুলি সম্পর্কে আশ্বাস দিয়েছেন, তা যদি অবিলম্বে কার্যকর করতে হয় এবং যে দাবিগুলি সম্পর্কে শ্রমমন্ত্রী কিছুই বলেননি অর্থাৎ রাজ্যস্তরে উপদেষ্টা কমিটি গঠন, সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে বিড়িশিল্প স্থাপন, বিড়ি শ্রমিকদের বোনাস, বিড়ি শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় শিক্ষাকেন্দ্র, টি বি হাসপাতাল স্থাপন, বিড়িশিল্পে ছাঁটাই ও লক-আউট বন্ধ করা, আইনসম্মত মজুরি যাতে শ্রমিকরা পান তা সুনিশ্চিত করা, আইন অমান্যকারী মালিকদের কঠোর শাস্তি প্রদান প্রভৃতি দাবি-দাওয়া সরকার যাতে মানতে বাধ্য হন তার জন্য এই রাজ্যের বিড়ি শ্রমিক ও কর্মচারীদের দ্রুত সংগঠিত হতে হবে, কারখানায় কারখানায় গড়ে তুলতে হবে কারখানা কমিটি, প্রতিটি এলাকায় মালিক ও সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ফেডারেশন কর্তৃক উত্থাপিত দাবিসমূহ পেশ করতে হবে এবং যে গণ-দরখাস্ত রাজ্য শ্রমমন্ত্রী সমীপে পেশ করা হচ্ছে তাতে ব্যাপক স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হবে—এ পথেই বিড়ি শ্রমিক কর্মচারীদের রাজ্যব্যাপী আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে হবে। তিনি জানান, দীর্ঘ ৩০ বছরের জনবিরোধী কংগ্রেসী

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অভিনব পদ্ধতিতে শিক্ষক নিয়োগ

ধুলিয়ান, ১৫ আগষ্ট—মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অভিনব পদ্ধতিতে শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে এক চমকপ্রদ সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, সামসেরগঞ্জ ব্লকের দোগাছি গ্রামের ডি বি এম জুনিয়র হাই মাদ্রাসায় সম্প্রতি একজন শিক্ষক নিয়োগ করা হয় নিলামের মাধ্যমে। সর্বোচ্চ ডাকদাতা ওই পদটি পান। খবরে প্রকাশ, যে কয়জন প্রার্থী ওই পদের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন, বিদ্যালয়ের উন্নয়ন তহবিলে দানের ভিত্তিতে তাঁদের মধ্যে একজনকে গ্রহণ করা হবে বলে স্থির হয়। এবং তারই ভিত্তিতে নিলামের আয়োজন করা হয় ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রকাশ্যে ডাক চলতে থাকে। ছয় হাজার টাকা পর্যন্ত ডাক উঠলে দু'জন প্রার্থী বাদে অন্যরা রণে ভঙ্গ দেন। তার পরেও ডাক চলতে থাকে বিদ্যালয় পরিচালকমণ্ডলীর সম্পাদকের জামাই ও স্থানীয় একজন প্রার্থীর মধ্যে। জামাই বাবাজী ৮৩০০ টাকা ডাক দিলে স্থানীয় প্রার্থী

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সরকারের গাফিলতিতে চাষীর মাথায় হাত

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ আগষ্ট—সরকারী কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের বাড়ালা, মঙ্গলজন ও কাঁকুরিয়া এলাকার ২৮০ একর জমির ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের মাথায় হাত পড়েছে। কয়েক মাস আগে রাজ্য সরকার বাড়ালার মৌলার মাঠে, কাঁকুরিয়া ফারমে এবং মঙ্গলজনে একটি করে মোট তিনটি ডিপটিউবওয়েল বসান তিন লক্ষ টাকা খরচ করে। এলাকাগুলিতে তিনবার ফসল ফলার উদ্দেশ্যে এগুলি বসানো হয়, যার প্রতিটি থেকে ১০০ একর জমি সেচসেবিত হতে পারে। শুধু কাঁকুরিয়া ফারমের ডিপটিউবওয়েল থেকে ৮০ একর বেসরকারী জমিতে সেচের জল সরবরাহ করা হবে, বাকী ২০ একর জমির জল দেওয়া হবে সরকারী কৃষি খামারে। কিন্তু অতগুলো টাকা খরচ করে ডিপটিউবওয়েলগুলি বসানোর পর ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণ না করে অকেজো

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভোটার তালিকা প্রস্তুতে গলদ : অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ আগষ্ট—আসন্ন পুরসভা নির্বাচন উপলক্ষে বর্তমানে জঙ্গিপুর পুরসভায় ভোটার তালিকা প্রস্তুতের কাজ পুরোদমে শুরু হয়েছে। 'এই পুরসভার ১৫নং ওয়ারডের প্রায় পনেরটি পরিবারের ভারতীয় নাগরিকত্ব না থাকা সত্ত্বেও তাদের পুরসভার ভোটার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বামপন্থী একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছে এবং এ ব্যাপারে প্রশাসনের কোন কোন কর্তাব্যক্তির সঙ্গে গোপনে যোগসাজস চলেছে' বলে একটি বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। সরকারী নিয়মানুসারে আঠার বছরের উর্ধ্বে কেবলমাত্র ভারতীয় নাগরিকরাই ভোটার হওয়ার অধিকারী। উপরোক্ত পরিবারগুলো বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হিসেবে কিছুদিন আগে এখানে এসে অস্থায়ীভাবে বসবাস করছেন বলে জানা গেছে। এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ওয়ারডের একজন 'এনুমিরেটর'কে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্বাধীনতা দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ আগষ্ট—আজ ভারতের ৩২তম স্বাধীনতা দিবস। বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে এক-যোগে আজকের দিনটি পূর্ণ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে জঙ্গিপুর মহকুমার সর্বত্র। ফরাক্কা, ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ, রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গিপুর, মিরজাপুর, সাগরদীঘি প্রভৃতি স্থান থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের খবর আসছে। একাধিক অনুষ্ঠানে সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের আহ্বান জানানো হয়।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রধান নির্বাচন

অরঙ্গাবাদ, ৮ আগষ্ট—গতকাল সুতী ২নং ব্লকের নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচন সম্পন্ন হয়। প্রধান ও উপ-প্রধান নির্বাচিত হন যথাক্রমে স্বাধীন দাস ও সেখ ফাইজুদ্দিন। উভয়েই আর এস পি দলের। হাই কোরটের ইনজাংসান থাকার দরুণ এতদিন এই নির্বাচন স্থগিত ছিল।

উর্বর মস্তিষ্কের অনুর্বর সিদ্ধান্ত

জঙ্গিপুর, ১৫ আগষ্ট—জঙ্গিপুর কলেজ শিক্ষক সমিতির এক খামখেয়ালী সিদ্ধান্তের ফলে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেও এই অঞ্চলের অনেক ছেলেমেয়ে কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ পাবে না বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অন্যান্য কলেজ যেখানে একাদশ শ্রেণীতে সওয়া দুশো ছাত্র ভর্তি করে, এই কলেজে সেখানে মাত্র সওয়া শো ছাত্র ভর্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে মাত্র ৪০ জন ছাত্র নেওয়া হবে বলে জানা গেছে। কলেজের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৮৬।

॥ তের মৌজার হাল ॥

আমাদের পত্রিকার গত সংখ্যায় প্রকাশিত বিশেষ প্রতিনিধির প্রতিবেদনটি প্রণিধানযোগ্য। মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তস্থিত তেরটি মৌজা দীর্ঘদিন ধরিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার সামসেরগঞ্জ থানার অধীন ছিল। প্রতিবেদক বলিতেছেন, উক্ত তেরটি মৌজাকে ১৯৭৪ সালে কংগ্রেসী মন্ত্রী আবু বরকত আতাউর গনি খান চৌধুরীর পরিকল্পনামাফিক মালদহ জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অন্তর্ভুক্তির সন্তোষজনক কারণ কিন্তু সুযুক্তিনির্ভর ছিল কি ছিল না তাহা কেহ জানেন না। উল্লেখিত মৌজাগুলির প্রায় পঞ্চাশ হাজার বিঘা আবাদযোগ্য জমির দশ শতাংশ খাস। গঙ্গা-ভাঙ্গনে বহু জমি নদীগর্ভস্থ হয় এবং পরে সেগুলি পুনরায় পয়োস্থি হইলে জমির মালিকেরা স্ব স্ব জমিতে চাষ কার্য শুরু করেন এবং জমির খাজনা মুর্শিদাবাদ কালেকটারীকে আদায় দিতে থাকেন। ১৯৭৪ সালের ২৯ এপ্রিল রাজ্য সরকার ৫৮৬৬ নম্বর সারকুলারে ঐ মৌজাগুলি মালদহ জেলার কালেকটরীতে হস্তান্তর করিবার আদেশ দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট জমি মালিকেরা বিস্মিত হইয়া পড়েন এবং তাহার প্রতিকারে তাঁহারা সচেষ্ট হইলে কাগজপত্রাদিও দ্রুতগতিতে মালদহ চলিয়া যায়। গরীব চাষীরা বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হন। অতঃপর জনৈক চাষী হাইকোর্টে মামলা দায়ের করিয়া ষ্টে-অরডার পান। কিন্তু ততদিনে অনেক জল বহিয়া যায়। কাগজপত্র মুর্শিদাবাদ হইতে মালদহ চলিয়া যায়। হাইকোর্টে উক্ত মামলার ফয়সালা অদ্যাবধি হয় নাই।

হাইকোর্টের মামলা নিষ্পত্তিতে এত বিলম্ব হইলে চাষীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। মুর্শিদাবাদের অন্তর্ভুক্ত এই মৌজাগুলি মালদহ জেলাধীন করার সুবিধা যে কী, তাহাও জনসাধারণ জানেন না। অথচ মৌজাগুলির জেলা বদল হইয়া গেল। এখন যে অবস্থা, তাহাতে মনে হয় এই বিতর্কিত মৌজাগুলির ভাগ্য সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট চাষীরা জেলাওয়ারী দৌড় প্রতিযোগিতা কতদিন করিবেন। সুতরাং এক অনিশ্চয়তা রাখিয়া 'দিন যেমন চলে চলুক নীতি সর্বৈব পরিহার করা দরকার।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পৌরসভা হুঁশিয়ার

আজ প্রায় সাত বৎসরের গঙ্গা পারাপারের অভিজ্ঞতায় আমি সুস্পষ্টভাবে অনুভব করিতেছি যে জঙ্গিপুর পৌরসভার অধীন গঙ্গা পারাপারের খেয়াঘাটের ব্যবস্থা ক্রমশই মারাত্মক ও বিপজ্জনক রূপ ধারণ করিতেছে। একই নৌকায় মানুষ, গোরু, ঘোড়া সমেত প্রতি মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা লইয়া খেয়াঘাটের নৌকা পারাপার করিতেছে। যাহা আমার দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতিপূর্বে খেয়াঘাট সম্পর্কে একাধিকবার প্রচেষ্টা চালাইয়া হতাশ ও ব্যর্থ হইয়াছি। সম্ভবতঃ পৌরসভা কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত ফেরি নৌকাগুলির যথেচ্ছাচারিতা চরম আকার ধারন করিয়াছে। সেইজন্য পুরপতির নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে খেয়াঘাটের এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি, ফেরি নৌকার মাঝিদের যথেচ্ছ আচরণ এবং সদরঘাটকে গাড়িঘাটে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা অবিলম্বে দূর না করিলে আমি আমার শেষ চেষ্টা হিসাবে অনশন সত্যাগ্রহ করিতে বাধ্য হইব। —শ্রীঅমরনাথ রায়, রঘুনাথগঞ্জ।

ইন্দিরা কংগ্রেসের চ্যালেঞ্জ

সি পি আই (এম) পার্টির জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক শ্রীমৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য মশায়ের ২৫ জুলাইয়ের মিথ্যা বিবৃতির তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কোন কংগ্রেস (ই) প্রধান বন্যাত্রাণের টাকা তছরূপ করেননি। যদি মৃগাঙ্কবাবুর কাছে কোন রকম প্রমাণাদি থাকে তাহলে প্রমাণের জন্য চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। প্রমাণ করতে পারলে তাকে সাথে সাথে কংগ্রেস (ই) দল হতে বহিষ্কার করা হবে। এদিকে সি পি আই (এম) প্রধান সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের তাঁতশিল্পীদের টাকা আত্মসাৎ করেও হজম করতে পারেননি। জনসাধারণের চাপে নতি স্বীকার করে উক্ত টাকা ফেরৎ দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, সি পি আই (এম) প্রধান আত্মসাৎকারী ও তছরূপকারী। রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সভাপতি ও স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ (সি পি এম) অগণতান্ত্রিক ও বেআইনী প্রথায় দয়ারামপুর বড়শিমূল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে উন্নয়নমূলক কাজ না করতে দেওয়ার জন্য যে রেজলিউসন নেওয়া হয়েছিল, তা সংবিধান বহির্ভূত। প্রধানের বিরুদ্ধে যে মামলা রুজু হয়েছে, তার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষে কাউকে 'তছরূপকারী' আখ্যায় ভূষিত করা শোভনীয় নয়। মৃগাঙ্কবাবু দলীয় সদস্যদের বাড়ীতে মিটিং করার কথা বলেছেন যা আইন সিদ্ধ না হওয়ার জন্য সবরকম প্রচেষ্টা সি পি আই (এম) দল করেছিল। কিন্তু মিঠিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সি পি আই (এম) সদস্য লোকমান সেখের বাড়ীতে আস্থা ভোটের জন্য যে মিটিং ডেকেছিলেন, তা কি বেআইনী নয়? দয়ারামপুর-বড়শিমূল গ্রাম পঞ্চায়েতের 'সি পি এম উল্টো মার খেয়েছে' —এ কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কংগ্রেস (ই) সদস্যদের হত্যার ষড়যন্ত্র ছাড়াও বাড়ীঘর লুঠপাট ও কয়েকজনকে আহত করার ঘটনায় যে মামলা রুজু করা হয়েছে, স্থানীয় প্রশাসন তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারেননি কেন? কাদের ইঙ্গিতে? —আবদুর রউফ সেখ, সাধারণ সম্পাদক, রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক ইন্দিরা কংগ্রেস কমিটি।

মহিলার বুকের পাটা

আমাদের গ্রামের জনৈকা রোগিণীর সঙ্গে দেখা করার জন্য একাদন সকাল সাড়ে নটা নাগাদ জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের মহিলা ওয়ার্ডে কর্তব্যরতা একজন কর্মীকে রোগী দেখার সময় হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি দরজার ফুটো দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার কাছে পয়সা চান। অর্থাৎ পয়সা দিলে তবেই ঢোকা যাবে। স্বভাবতই আমি ক্ষুব্ধ হই এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করি। কিন্তু মহিলার বুকের পাটা বড্ড বেশী। তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে পয়সার জন্য তাগাদা দিতে থাকেন। ওই সময় হাসপাতালের কয়েকজন রোগিণী আমাকে সংশ্লিষ্ট মহিলা কর্মীর দুর্নীতির কথা বলেন। আর একজন মহিলা কর্মী আমাকে বলেন যে, আপনাকে চিনতে পারেনি তাই পয়সা চেয়েছে। এখানেও প্রশ্ন থেকে যায়—কারণ চেনা কেউ হলে পয়সা লাগবে না, আর অচেনা হলেই পয়সা লাগবে—এটা কেমন কথা? তখন এস ডি এম ও উপস্থিত ছিলেন না বলে ব্যাপারটি তার গোচরে আনতে পারিনি। আমার অনুরোধ, এ ধরনের দীর্ঘদিনের দুর্নীতি হাসপাতাল থেকে উচ্ছেদ করা হোক। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কি বলেন? —নুরুল হক, সুজাপুর (রঘুনাথগঞ্জ)।

বিদ্যালয় উচ্ছেদের চক্রান্ত

১৯৭৩ সালের ১লা আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ পূর্বচক্রের অন্তর্গত ৫৯নং লক্ষ্মীজোলা-দুর্গাপুর প্রাইমারী স্কুল ডি পি আই কর্তৃক অনুমোদিত হয়। একই তারিখে আমরা এই বিদ্যালয়ের সংগঠক শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হই। তখন থেকে আজ অবধি নিয়মিতভাবে এই বিদ্যালয়ে আমরা শিক্ষকতা করছি এবং ছাত্র-ছাত্রীরাও নিয়মিত অধ্যয়ন করছে। আমরা নিয়মিত বেতনও পেয়ে থাকি। এই বিদ্যালয় গত বছরের ভয়ংকর বন্যায় সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয় এবং পুনর্নির্মাণকল্পে জেলা পরিষদ কর্তৃক আঠারো হাজার টাকা অনুমোদিত হয়েছে। তিনজন ডোনার ১৯৭২ সালের ২৬শে জুলাই ৬২৪৫নং পার্টিশান ডীডের মাধ্যমে এই বিদ্যালয় স্থান রেজেষ্ট্রি করে দেন। একজন ডোনারের পুত্রই এই বিদ্যালয়ের সভাপতি। কিন্তু দুরভিসন্ধি ও চক্রান্তমূলকভাবে গত ৩-৮-৭৯ তারিখে এই বিদ্যালয়ের স্থান চাষ করে ডোনারগণ বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। উদ্দেশ্য বিদ্যালয় নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। জোর করে আমাদের ও ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয় স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করে। আমরা বাধ্য হয়ে বিদ্যালয়-সংলগ্ন রাস্তার এক পার্শ্বে সংকীর্ণ খোলা জায়গায় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছি। শিক্ষা দপ্তরকে আমরা এ সম্পর্কে জানিয়েছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত সমস্যার সমাধানকল্পে কোন পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে শিশুদের স্বার্থবিরোধী এই ঘৃণ্য চক্রান্ত নিন্দনীয় বলে মনে করি। শিক্ষকের শিক্ষকতা কার্যে ও শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নকার্যে সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। —লক্ষ্মীজোলা-দুর্গাপুর প্রাঃ স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী।

মুরশিদাবাদ ও নদীয়া জেলার উন্নয়নে লুথেরান ওয়ারলড সারভিস

নিজস্ব সংবাদদাতা : লুথেরান ওয়ারলড সারভিস বন্যাবিধ্বস্ত মুরশিদাবাদ ও নদীয়া জেলার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ৩০ জুন পর্যন্ত সংস্থার ত্রৈমাসিক রিপোরটে এই দুই জেলার উন্নয়নের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার থেকে জনসেবায় বিদেশী সাহায্য সংস্থাটির অবদান সম্পর্কে সম্যক ধারণা হতে পারে।

মুরশিদাবাদ : এ বছর মুরশিদাবাদ জেলায় গৃহনির্মাণ কর্মসূচীর লক্ষ্য অনুযায়ী বিগত তিন মাসের মধ্যে ঈশ্বরবাটীতে ১২২টি কুটির নির্মিত হয়েছে। ৯৪টি কুটির পুনর্নির্মাণ এবং বিভিন্ন কলোনীতে বন্যাবিধ্বস্ত ৩৭৫টি কুটির মেরামত করা হয়েছে। এ ছাড়াও সুতী ১ ও ২, রঘুনাথগঞ্জ ১ ও ২, লালগোলা এবং সাগরদীঘি ব্লকে এবং বড়জুমলা কলোনীতে ইট ও বাড়ী তৈরী বিষয়ে অন্যান্য কাজ হয়েছে।

নদীয়া : কৃষ্ণনগর ২নং ব্লকের নোয়াপাড়া কলোনীতে ৮টি বাড়ী এবং কল্যাণীর সাঁওতালপাড়া কলোনীতে গত ছয় মাসের মধ্যে দু'দফায় ১,২৫,০০০ ও ৩,৬৫,০০০ ইট এবং ৪টি বাড়ী তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে।

নলকূপ : জলযোগান প্রকল্পে জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন স্থানে ২১টি গভীর ও ৩টি অগভীর নলকূপ খনন করা হয়েছে।

বিদ্যালয় : ছাদব্যতীত ধুলিয়ান বালিকা বিদ্যালয়ের নির্মাণকার্য এবং বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি গভীর নলকূপের খননকার্য সমাপ্ত হয়েছে। নাড়ুখাকি, মিরজাপুর, সেখদীঘি ও মনিগ্রামে ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরীর কাজ চলছে। ৬৫টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র (৩৮টি গ্রামে+২৭টি কলোনীতে) খোলা হয়েছে। এই সমস্ত কেন্দ্রে ৭০৯ জন পুরুষ এবং ৫৩২ জন মহিলা শিক্ষা গ্রহণ করছেন। নদীয়া জেলায় ৬টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে।

রাস্তা : মুরশিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রধানতঃ কাঁচা সড়ক নির্মাণ জয়কৃষ্ণপুরে তাঁতশিক্ষা ও উৎপাদন গৃহ নির্মাণের কাজ চলছে।

কৃষি ও স্বয়ং সাহায্য : কৃষিকার্য ও অন্যান্য বহু বিষয়ে ব্যক্তিগত বা সমবায় ভিত্তিতে সকল প্রকার সাহায্য প্রদান এবং বিনামূল্যে কাঁচামালের যোগান দানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কম্বল, বিড়ি ও রেশমশিল্পী, দর্জি, ধোপা, রিকসাওয়ালা, মুদি ও হোটেল মালিক, কর্মকার, চাল-তুষ-কুঁড়ো ব্যবসায়ী, ফেরিওয়ালা, তাঁতি, নলকূপ মেরামতকারী, আতসবাজি প্রস্তুতকারী, ময়রা, জেলে, তরীতরকারী উৎপাদনকারী—ইত্যাদি সকলকে কলোনী কমিটির পরামর্শ ও সুপারিশ অনুযায়ী এই প্রকার সাহায্য করা হয়ে থাকে। ১৯৬১ সালের পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট অনুযায়ী ৮টি রেজিষ্টারড কলোনী কমিটি আছে। এ সব ব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহায্যও নেওয়া হয়।

বয়স্ক শিক্ষা : ১০৩৩ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩৭২ জন বিভিন্ন কলোনীভুক্ত। তিন মাস শিক্ষা গ্রহণের পর এরা সাধারণ হিসেবপত্র রাখা, নিজেদের নাম ও চিঠি-পত্র লেখা এবং সহজ বই পড়তে পারে। ১৯৭৬ এর মারচ থেকে ১৯৭৯ র জুন পর্যন্ত জঙ্গিপুর মহকুমায় ১৭৯৩ জন নিরক্ষর স্বাক্ষর হয়েছেন।

স্বাস্থ্য : বড়জুমলা কলোনীর ৯০০ পরিবারের প্রায় ৫০০০ লোকের মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ। এর জন্য একজন শিক্ষিতা স্বাস্থ্যকর্মী, একজন স্বাস্থ্যকর্মী এবং একজন সামাজিক স্বাস্থ্যকর্মী নিযুক্ত রয়েছেন। শিশু এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়।

বিভিন্ন শিক্ষা : মুরগী, ছাগ ও গোপালন সম্পর্কে এক মাসের শিক্ষার জন্য চারজনকে নরেন্দ্রপুর গ্রামসেবক শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছিল। এ ছাড়াও বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বা অন্য কোন ভাবে বিপদ বা ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকেও লুথেরান ওয়ারলড সারভিস সাধ্যমত সাহায্য করে থাকে।

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর

(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)

রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

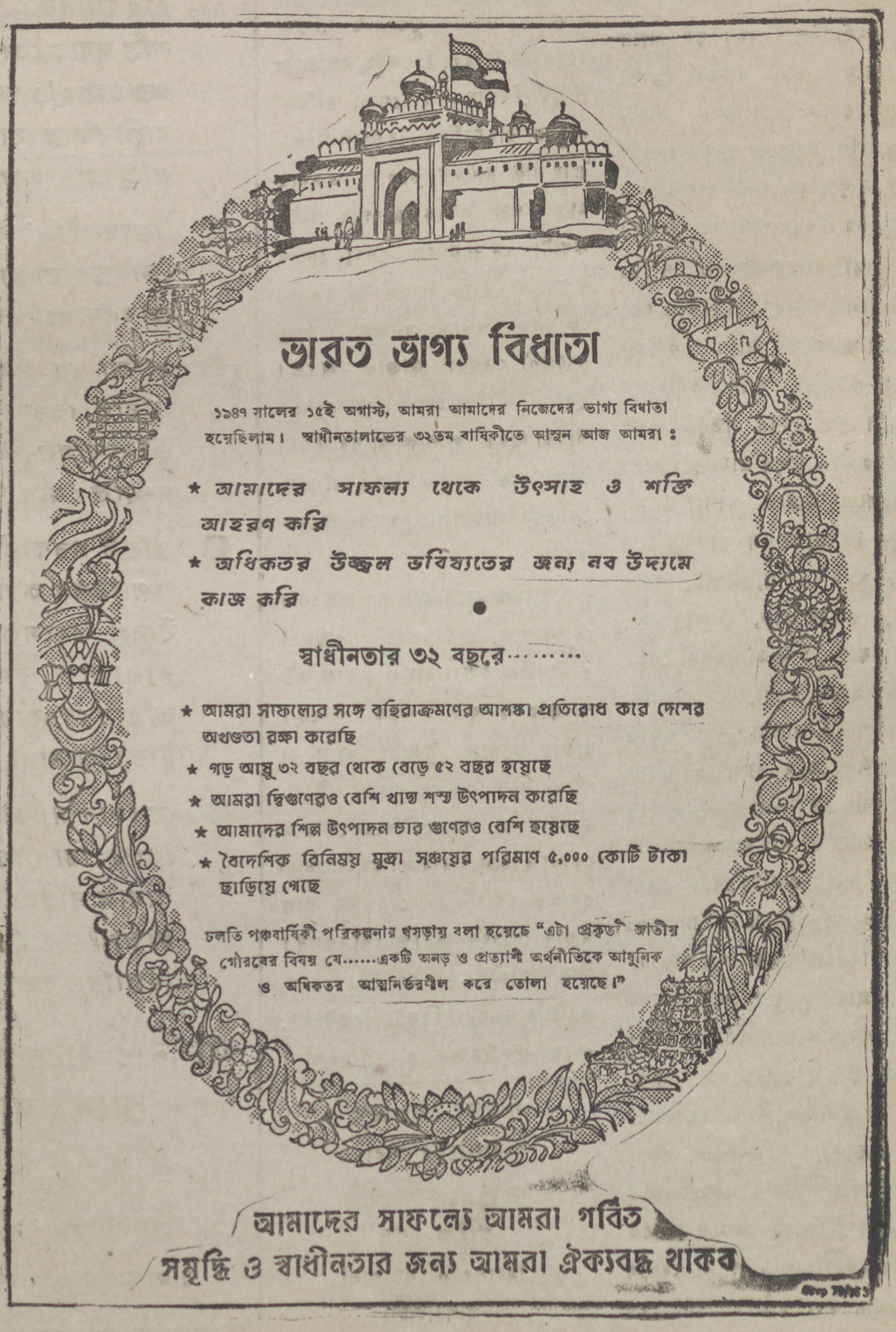

দক্ষিণের হাতছানি

শ্রীবরুণ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তামিলনাড়ুর এক্সপ্রেস ষ্টেট বাসগুলি বেশ সুন্দর। রাস্তাঘাট সুপ্রশস্ত ও সুমসৃণ। ট্রেনের চেয়ে মোটরবাসে বেড়ানোই বেশী আরামদায়ক।

কোয়েম্বাটুর থেকে ষ্টেট বাসে রওনা হয়ে আমরা প্রথম নামলাম গান্ধীগ্রামে। গান্ধীগ্রাম দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম সংগঠিত খাদি গ্রামোদ্যোগ কর্মকেন্দ্র। আমাদেরকে গান্ধীগ্রামের কাজকর্ম দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য পান্নালাল দাগগুপ্ত কর্মাধ্যক্ষ ভি, পদ্মনাভনকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। কাজেই গান্ধীগ্রামের গেষ্ট হাউসে আশ্রয় পাওয়া গেল। যে ঘরে আমরা ছিলাম বছর দুই আগে গান্ধীগ্রামে এসে ইন্দিরা গান্ধী সেখানে থেকে গিয়েছেন। গান্ধীগ্রামের পি আর ও সেতুনারায়ণম্ সারাদিন ঘুরে ঘুরে ওখানকার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পরিচয় আমাদের দিলেন।

গান্ধীগ্রামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হলেও অনেক কথা লিখতে হয়। সে সুযোগ এখানে নাই। কাজেই দু'চার কথাতেই আমি এখানকার ইতিহাস শেষ করব। তিনটি সুন্দর পাহাড়ের নীচে সম্পূর্ণ গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে গড়ে উঠেছে গান্ধীগ্রাম। গ্রামীণ শিল্পোদ্যোগ যা কিছু হতে পারে—খাদি বস্ত্রশিল্প, চর্মশিল্প, সাবান তৈরী, কাঠের কাজ, কামারশালা, তেল নিষ্কাশন, চাল ডাল-মশলা তৈরী, ঘি ও মাখন তৈরী, গো পালন, মক্ষিকা পালন, তালপাতা ও অন্যান্য পাতার আঁশ থেকে ব্যাগ ও অন্যান্য শিল্প দ্রব্য তৈরী—কত কিছু যে এখানে হচ্ছে তা আর বলে শেষ করা যায় না। গোবর গ্যাস থেকে তৈরী নিজেদের ইলেকট্রিসিটি। নিজেদের হাসপাতাল, সেবাকেন্দ্র, শিশু পরিচর্যাকেন্দ্র, প্রাথমিক স্তর থেকে কলেজ পর্যন্ত শিক্ষাদানকেন্দ্র, শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন প্রত্যাগত শিল্পীর তত্ত্বাবধানে শিল্প বিদ্যালয়, অভিনয়-চর্চ, রেশম গবেষণাকেন্দ্র। কত অজস্র ধারায় যে এঁরা নিজেদের কর্মশক্তিকে প্রসারিত করেছেন চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা কঠিন। নিজেদের রান্না, পরিবেশন থেকে শুরু করে সব রকমের কায়িক পরিশ্রমকে এই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামোদ্যোগ পরিকল্পিত সাংগঠনিক রূপ ও মর্যাদা দিয়েছে। গান্ধীগ্রামের প্রধান লক্ষ্য—গ্রামের মানুষকে জাতিগঠনমূলক কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করা। তামিলনাড়ুর এই দূর গ্রামাঞ্চলে এসে এখানকার কাজকর্ম না দেখলে জীবনে একটা বড় জিনিস না দেখা থেকে যেত।

সন্ধ্যার প্রার্থনা সভায় আমরা যোগ দিলাম। রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশ থেকে আসা অতিথি হিসেবে সে দিন আমাদের প্রতি যে প্রীতি বর্ষিত হ'ল তাতে আমরা অভিভূত হয়ে গেলাম।

তামিলনাড়ুতে আমরা যে দিন প্রথম এসে পৌছাই তার পরদিনই এখানে রাজনৈতিক বন্ধ পালিত হচ্ছিল। তামিলনাড়ুর বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের মত মিছিল, পিকেটিং, পোষ্টারিং কিছুই দেখলাম না। গোটা তামিলনাড়ুতে রাজনৈতিক দেওয়াল লিখন প্রায় নাই বললেই চলে। একমাত্র মাদ্রাজ শহরে দু'এক জায়গায় 'সিটু' কথাটা দেওয়ালে লেখা চোখে পড়েছে। এ ডি এম কে ও ডি এম কে দলের পতাকা যত্রতত্র। কিছু কংগ্রেসী তেরঙ্গা ঝাণ্ডাও আছে। মুসলীম লীগের চাঁদ-তারাও দেখতে পাওয়া যায়। লাল ঝাণ্ডা খুব একটা চোখে পড়েনি। মোটের উপর, রাজনৈতিক সোরগোল এখানে অনেক কম।

তামিলনাড়ুতে এসে সবচেয়ে যেটা চোখে পড়ে, সেটা এদের পরিচ্ছন্নতা ও নাগরিক কর্তব্যবোধ। রাস্তাঘাট পরিষ্কার ঝকঝক তকতক করছে। রাস্তায় কাগজের টুকরো, ময়লা বা পানের পিক কেউ ফেলে না। ট্রেনের কামরায় বা ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে কোথাও চিনে বাদাম বা কলার খোসা ফেলতে দেখিনি। লোকজন শান্ত স্বভাব, আচরণ অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ। তবে বাঙ্গালীর সৌন্দর্য বিচারের মাপকাঠিতে পুরুষরা কিছুটা বিকটদর্শন, মেয়েরাও দৃষ্টিনন্দন নয়। (চলবে)

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

বিশেষ পরিবার কল্যাণ পক্ষ

(১৭ই আগষ্ট থেকে ৩১শে আগষ্ট)

- সীমিত পরিবার গড়ে তুলতে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞানসম্মত যে কোন পদ্ধতি বেছে নিন।
- পুরুষদের জন্য জন্ম নিরোধের স্থায়ী পদ্ধতি হ'ল 'ভেসেকটমি অপারেশন' ও মহিলাদের জন্য 'টিউবেকটমি অপারেশন'।
- যে কোন পুরুষ যাঁর দুইটি বা তিনটি সন্তান আছে, তিনিই 'ভেসেকটমি' করিয়ে নিতে পারেন।
- 'ভেসেকটমি' হলো স্থায়ীভাবে জন্মনিরোধের সবচেয়ে সহজ, নিরাপদ ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি।
- 'ভেসেকটমি' অপারেশন করাতে সময় লাগে মাত্র ৪/৫ মিনিট। এজন্য হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি হবার কোন প্রয়োজন নাই। অপারেশনের পর মাত্র ২/১ ঘণ্টা বিশ্রামের পরই আপনি আপনার বাড়ী ফিরে যেতে পারেন এবং ৪/৫ দিন বিশ্রামের পরই আপনি স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারবেন।
- 'ভেসেকটমি' অপারেশনের ফলে কোন ক্ষেত্রেই কোনরূপ স্বাস্থ্যহানি ঘটে না বা স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনযাপনে কোন অসুবিধা হয় না।
- রাজ্যে যে সব লক্ষ লক্ষ পুরুষ 'ভেসেকটমি' করিয়ে নেওয়ার পর সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন তাঁদের কাছ থেকেই এ সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন।
- প্রতিটি সরকারী হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই এই অপারেশন করার জন্য অভিজ্ঞ ডাক্তার আছেন। যাঁরা 'ভেসেকটমি' করিয়ে নেবেন তাদের প্রত্যেককে নগদ ১০০ টাকা ও 'টিউবেকটমি' করিয়ে নেওয়ার জন্য প্রত্যেক মহিলাকে নগদ ৮৫ টাকা সরকারী অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।
- যে কোন সরকারী হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করলে সবরকম পরামর্শ ও সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে। আপনার এলাকায় স্বাস্থ্য বিভাগের যে কোন কর্মীর কাছেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জেনে নিতে পারেন।

আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থে, পরিবারের স্বার্থে এবং দেশের স্বার্থে এই কর্মসূচীকে স্বার্থক করুন।

বিজ্ঞাপন নং ২১/৭৯-৮০

রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জোড়া খুন

সাগরদীঘি, ১৫ আগষ্ট—আজ সকালে এই থানার মোরগ্রামের এক কিলোমিটার দূরে একটি মাঠের মধ্যে সোনা কোনাই নামে এক কিশোরীর মৃতদেহ গলাকাটা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। মোরগ্রামের বাড়ী থেকে গতকাল সে মাসীর বাড়ী বেড়াতে যায়। এটি একটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বলে পুলিশের সন্দেহ।

১২ আগষ্ট এই থানার গাদিভাটপাড়া গ্রামের সামসুদ্দিন সেখ গতকাল তাঁর বাড়ীর কাছে একদল গ্রামবাসীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহত হয়েছেন। গ্রাম্য দলাদলি এই হত্যাকাণ্ডের কারণ বলে পুলিশ সূত্রের খবর। সংঘর্ষে একজন মহিলা তীরবিদ্ধ এবং কয়েকজন গ্রামবাসী আহত হন বলে জানা যায়।

কৃষি খামারে ডাকাতি

রঘুনাথগঞ্জ, ৯ আগষ্ট—কাঁকুরিয়া সরকারী কৃষি খামারে গতকাল একটি ডাকাতির ঘটনায় প্রায় সাড়ে দশ হাজার টাকার মাল লুঠ হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রকাশ, একদল সশস্ত্র ডাকাত খামারের চৌকিদারদের বেঁধে রেখে জিনিসপত্র লুঠ করে লরিতে চেপে চম্পট দেয়।

চোরাই হাতঘড়ি আটক

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১২ আগষ্ট—ফরাক্কা পুলিশ এখানে একজন লোককে গ্রেপ্তার করে ৬টি চোরাই ওমেকো হাতঘড়ি উদ্ধার ও আটক করেছে। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

'মিছিলের উপর হামলা'

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১৫ আগষ্ট—সম্প্রতি ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতির মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের মিছিলের উপর হামলা চালানো হয় বলে আর এস পি দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, ১৯৭৮ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের গৃহনির্মাণ অনুদানসহ কয়েকটি দাবিতে পঞ্চায়েত সদস্যরা কার্যনির্বাহী আধিকারিকের কাছে গেলে বিডিও অফিসের ভেতর এবং সামনের মাঠে 'পুলিশের সাহায্য নিয়ে একদল সি পি এম সমর্থক মিছিলের উপর হামলা চালায়'। এই ঘটনায় তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয় বলে জানানো হয়।

খেলার খবর

পয়লা ও দোসরা সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদ সন্তরণ সংস্থা পুকুরে স্বল্প দূরত্বের সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। কেবলমাত্র সংস্থা অনুমোদিত সাঁতার সংস্থাগুলিকে ২৫ আগষ্টের মধ্যে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

দীর্ঘতম সাঁতার : মুর্শিদাবাদ সন্তরণ সংস্থা আয়োজিত জঙ্গিপুর সদরঘাট থেকে গোরাবাজার পর্যন্ত বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতা ২৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে। যোগদানের শেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ১৩ সেপ্টেম্বর।

নতুন মহকুমা শাসক

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে বদলি হয়ে চলে যাওয়ায় মেদিনীপুর থেকে অসিতবরণ চক্রবর্তী জঙ্গিপুরের নতুন মহকুমা শাসক হয়ে আসছেন।

শিক্ষক আবশ্যক

ডেপুটেশন ভ্যাকান্সীতে একজন শিক্ষণপ্রাপ্ত আর্টস্ গ্র্যাজুয়েট (ভূগোল) শিক্ষক আবশ্যক। দশদিনের মধ্যে আবেদন করুন।—সম্পাদক, সেকেন্দ্রা জুনিয়ার হাই স্কুল, পোঃ গিরিয়া, মুর্শিদাবাদ।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বহরমপুর—ফরাক্কা ও
বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
নাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
বেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের সুযোগ

আগামী ১২ই আগষ্ট হইতে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে বিকাল ৩টা হইতে ক্লাসিক, রবীন্দ্রসঙ্গীত, তবলা ও গীটার শিক্ষার ক্লাস শুরু হইতেছে। ছাত্রছাত্রী ভর্তি চলিতেছে। যোগাযোগ করুন :— শ্রীসত্যগোপাল দাস, অধ্যক্ষ ও সম্পাদক, সুরঝংকার মিউজিক কলেজ, সঙ্গীত শিক্ষক, ফতুল্লাপুর উচ্চ বিদ্যালয়।
দরবেশপাড়া, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ
(মুর্শিদাবাদ)

অরন্ধন দিবস

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১৫ আগষ্ট—ফরাক্কা সি আই এস এফ বাহিনীর জওয়ানরা আজকের দিনটি অরন্ধন দিবস হিসেবে পালন করেন। বিকেলে তারা খেজুরিয়াঘাটে বোকারোয় সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত জওয়ানদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি শোকসভার আয়োজন করেন।

আনন্দধারার যাত্রা শুরু

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ আগষ্ট—স্থানীয় বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ভবনে শ্রাবণ-সন্ধ্যার অঝোর ধারায় আজ যাত্রা শুরু হল সদ্যপ্রতিষ্ঠিত একটি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় 'আনন্দধারা'র। উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী দুঃখভঞ্জন সান্যাল। অনুষ্ঠানে দেশাত্ববোধক গান, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুলগীতি ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। প্রচণ্ড বৃষ্টি সত্ত্বেও হলঘর ভর্তি শ্রোতার উপস্থিতি 'আনন্দধারা'র কর্মকর্তাদের উৎসাহ যোগায়। পৌরোহিত্য করেন পুরপতি ডাঃ পৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি ছিলেন শরদিন্দুভূষণ পাণ্ডে।

আমবাগানে জুয়া

রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ আগষ্ট—অনেকদিন ধরে এই থানার সুজাপুর গ্রামের একটি আমবাগানে প্রকাশ্যে জুয়া খেলা চলছে বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছেন। শোনা যাচ্ছে, ওই জুয়ার আসরে বিভিন্ন শ্রেণীর সমাজবিরোধী জাঁকিয়ে বসে। পুলিশ এ সব কথা জেনেও নাকি কোন ব্যবস্থা নেয় না।

সংস্কৃতি
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম শহরের মানুষ আজ এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল হয়ে ন্যায্য দাবি আদায় ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন।

কিন্তু জনসাধারণের শত্রুরা মরিয়া হয়ে জনগণের এই সংগ্রামী ঐক্য নষ্ট করে দিতে চাইছে।

তারা চাইছে ধর্মের নামে বাঙ্গালীয়ানার নামে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে ভাঙ্গন ধরাতে।

এ দেশ রবীন্দ্রনাথের, নজরুলের। এ রাজ্যের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায়, সংগ্রামে-আন্দোলনে একে অন্যের সাথী ও অংশীদার। এখানে স্থান নেই কোন ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার। স্থান নেই মূঢ় ধর্মান্ধতার কিংবা কোন কুটিল ভেদবুদ্ধির।

সংগ্রামী জনগণ ধর্ম বা প্রাদেশিকতার ভেদাভেদ জানে না, মানে না।

বিচ্ছিন্নতাবাদী চরম প্রতিক্রিয়ার অশুভ শক্তিগুলিকে নিষ্ক্রিয় করুন।

সব রকমের প্ররোচনা ও চক্রান্তকে পরাস্ত করুন।

পশ্চিমবঙ্গে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা করুন।

সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা
জনসাধারণের শত্রু

[মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য অফিস হইতে প্রচারিত]

আন্দোলনের প্রস্তুতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শাসনে পশ্চিমবঙ্গের ৬ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক কর্মচারীর জীবন ছিল মালিক, মুনসী এবং সরকারের ত্রিমুখী শোষণ, নিপীড়ন ও সীমাহীন অত্যাচারে বিপর্যস্ত। বামফ্রন্ট সরকারের ৬' বছরের তথাকথিত বামপন্থী শাসনেও এই চিত্র অপরিবর্তিত। দুঃখের হলেও এ কথা সত্য যে, রাজ্য সরকারের সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও বিড়ি শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য যতটুকু করা সম্ভব, বামফ্রন্ট সরকার সেটুকুও করেননি। বিড়ি-সিগার এ্যাকট চালু, বিড়িশিল্পে ঠিকাদারী প্রথা বিলোপ, আইন অমান্যকারী মালিকদের শাস্তি প্রদান, বিড়ি শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ, ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশী হস্তক্ষেপ বন্ধ করা প্রভৃতি কাজগুলি বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না হলেও করতে পারেন, করা সম্ভব—এই অভিমত ব্যক্ত হয়েছে শ্রমমন্ত্রী সমীপে পেশ করা ফেডারেশনের এক স্মারকলিপিতে। এই বক্তব্যের ভিত্তিতে ৭ জুন ৮ দফা দাবি সম্বলিত ওই স্মারকলিপি পেশ করা হয়। দাবিদাওয়া সম্পর্কে আলোচনার জন্য শ্রমমন্ত্রী ৮ আগষ্ট ফেডারেশন প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন এবং দুটি দাবি নীতিগতভাবে মেনে নেন। ১৯৬০ সালের পর বিগত ১৯ বছরে জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি সরকার বাড়াননি। বিড়িশিল্পে ঠিকাদারী প্রথা বিলোপ সম্পর্কে আলোচনার জন্য পূজোর পর একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকতে শ্রমমন্ত্রী রাজি হয়েছেন। ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতির সদস্য বলরাম সিংহসহ যে সমস্ত কর্মচারী জরুরী অবস্থার সময় বরখাস্ত হয়েছিলেন, তাঁদের পুনর্বহালের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করতেও শ্রমমন্ত্রী রাজি হয়েছেন বলে অচিন্ত্য সিংহ জানিয়েছেন।

স্বাধীনতা দিবস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হাসপাতালে রক্তদান এবং রোগীদের মধ্যে ফলমূল ও মিষ্টান্ন বিতরণের খবর পাওয়া যায়। স্বাধীনতা দিবস ছাড়াও আজ শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন। এই উপলক্ষে রঘুনাথগঞ্জ ও অরঙ্গাবাদে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উর্বর মস্তিষ্কের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সুপ্রশস্ত ল্যাবরেটরী এবং এক তৃতীয়াংশ ঘরই রসায়নাগারের জন্য সংরক্ষিত। অথচ পদার্থ ও বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা সাকুল্যে ২০ জন। কাজেই বিজ্ঞান বিভাগে পড়তে আগ্রহী হলেও শিক্ষক ও গবেষণাগারের অভাবে অধিকাংশ ছাত্র সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও কলেজে ছাত্র ভর্তির নতুন সিদ্ধান্তে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করছেন বলে জানা গেছে।

চাষীর মাথায় হাত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। চাষীদের জল দেওয়া হচ্ছে না বলে চাষ পুরোদমে শুরু হয়নি। চলতি খারিফ মরশুমে সেচের জল পেলে চাষীরা যেমন উপকৃত হতেন, সরকারের কোষাগারেও জলকর বাবদ কিছু অর্থ জমা পড়ত। এলাকার চাষীরা অবিলম্বে ডিপটিউবওয়েলগুলি থেকে সেচের জল সরবরাহের দাবি জানাচ্ছেন।

শিক্ষক নিয়োগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এক লাফে দশ হাজার টাকা ডাক দিয়ে পদটি দাবি করেন। তিনি জানতেন পদটির জন্য কর্তৃপক্ষ দর ধরেছিলেন দশ হাজার টাকা। তাই নিলামে তিনি জয়লাভ করেন এবং ঐ পদে নিযুক্ত হন। টাকার বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ নতুন কিছু নয়। আজকাল দানের নামে টাকা নিয়ে শিক্ষক নিয়োগের ঘটনা ওপেন সিক্রেট। কিন্তু নিলামের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ সম্ভবতঃ এই প্রথম।

গলদ : অভিযোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, তালিকা প্রস্তুত এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। উল্লিখিত বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। বিতর্কিত বিষয় হলেও সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির নাম তালিকায় উঠানো হয়েছে। তাঁরা ভারতীয় নাগরিক নন—এ কথা প্রশাসনিক কর্তাদের জানানো হবে। এ নিয়ে কোন চক্রান্তের সম্ভাবনার কথা উক্ত 'এনুমিরেটর' অস্বীকার করেছেন। তবে তাঁর ধারণা সরকারী নিয়ম মেনে ভোটার করা হলে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলি ভোটার হওয়ার অধিকার হারাবেন। এ ব্যাপারে তাঁরা নিরুপায়।

বিশেষ আবেদন

ম্যালেরিয়া দমনে সহায়তা করিতে জনসাধারণকে অনুরোধ জানাইতেছি। **জ্বর হইলেই সংবাদ দিন**—(১) আপনার এলাকার জন-স্বাস্থ্য-কর্মীকে (২) জঙ্গিপুর মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিসে। আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করি। —যতীন পাল, সম্পাদক, জয়েন্ট কাউন্সল অফ্ দি ষ্টেট হেলথ্ এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন এণ্ড ইউনিয়নস্ (জঙ্গিপুর মহকুমা শাখা)

স্কুল-কলেজের খাতা-পত্র কাগজ-কালি-কলম-ফরম ও
যাবতীয় সামগ্রীর বিপুল আয়োজন
পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা-পত্র-ফরম এবং
বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন ও রকমারী কারডের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
পণ্ডিত ষ্টেশনার্স
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

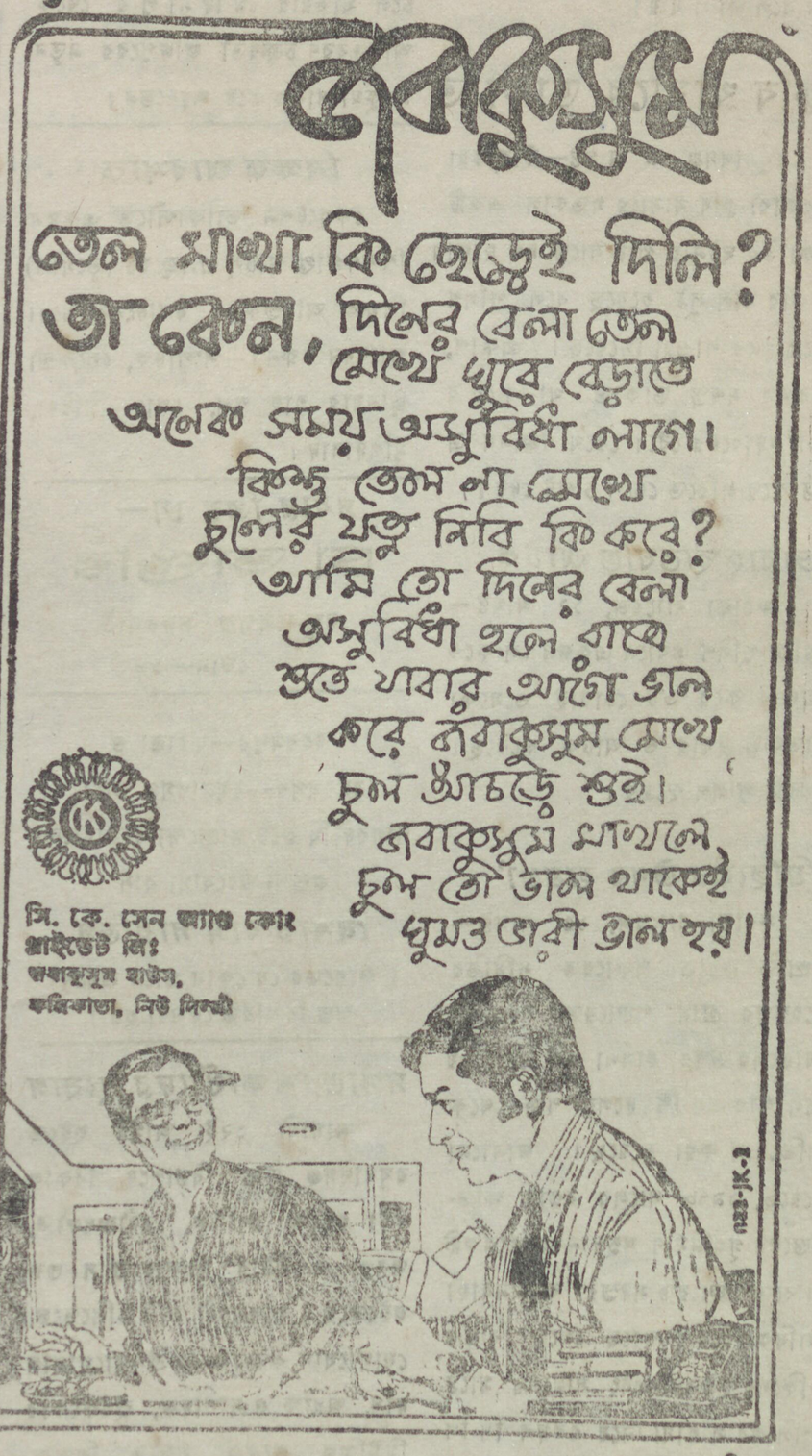

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।